শিশুদের ফেবার ক্যাসল

রাইটিং ইনস্ট্রুমেন্ট বা লিখন সামগ্রীর জন্য ফেবার ক্যাসল সারা বিশ্বেই পরিচিত। ২৪০ বছরের ঐতিহ্যবাহী জার্মান ব্র্যান্ড ফেবার ক্যাসল এবার বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। ফাস্ট কর্পোরেশন নামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ফেবার ক্যাসলকে বাংলাদেশে নিয়ে এসেছে। পেন্সিল, শাপনার, রাবার, কলম, মার্কার, রঙপেন্সিলসহ প্রায় ১৮০০ রকমের লিখন এবং অঙ্কন সামগ্রী রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। এর মধ্যে প্রায় ১৪০টি প্রোডাক্ট এখন বাংলাদেশে নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে। শিশুদের জন্য ফেবার ক্যাসল সামগ্রীর সবচে' বড় সুবিধা হচ্ছে পেন্সিল বা রঙপেন্সিলগুলো নন টক্সিক এবং ফুড গ্রেডেড। ফলে বাচ্চারা অসাবধানতাবশত রঙপেন্সিল মুখে দিলেও তা মারাত্মক ঝুঁকি থেকে শিশুদের রক্ষা করবে।

ফেবার ক্যাসল শিশুদের প্রতিভা বিকাশ এবং সৃজনশীলতার জন্য ইতিমধ্যেই সারা দেশব্যাপী ছবি আঁকা প্রতিযোগিতার আয়োজন সম্পন্ন করেছে। গত মার্চে চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোর, মাগুরাসহ কয়েকটি জেলায় ফেবার ক্যাসটেল ছবি আঁকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে এবং শিশুদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করে তাদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে।

সম্প্রতি ফেবার ক্যাসল ঢাকায় শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করলে বিভিন্ন স্কুলের প্রায় ২৫ হাজারেরও বেশি শিশু এতে অংশগ্রহণ করে। গত ১১ ও ১২ অক্টোবর শিশু একাডেমী আর্ট গ্যালারিতে শিশুদের আঁকা নির্বাচিত ৬০০ চিত্রকর্ম নিয়ে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করে ফাস্ট কর্পোরেশন। প্রদর্শনীর উদ্বোধনে ছিলেন শিল্পী হাশেম খান, মোস্তফা মনোয়ার এবং আব্দুর শাকুর শাহ। প্রতিযোগিতায় নার্সারি থেকে প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত 'ক' শাখা, ২য় শ্রেণী থেকে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত 'খ' শাখা এবং ৫ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত 'গ' শাখায় মোট ২৯ জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। সেই সঙ্গে চিত্রকর্মের জন্য সেরা স্কুল হিসেবে স্কলাসটিকা বিশেষ পুরস্কার লাভ করে।

শিশুদের জন্য এ ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন সম্পর্কে ফাস্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাফিজ আহমেদ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'প্রোডাক্ট নিয়ে হয়তো চকবাজার চলে আসা যায়, এতে প্রোডাক্টের মেরিট স্টাবলিস্ট হয় না। আমরা চাই শিশুরা ভালো একটা প্রোডাক্টের সঙ্গে পরিচিত হোক। আমাদের কাছে শিশুদের মেধা এবং প্রতিভা বিকাশের বিষয়টি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মূলত সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই শিশুদের জন্য আমাদের এই আয়োজন। প্রদর্শনীতে শিশুদের আঁকা ছবিগুলো বিক্রিরও ব্যবস্থা ছিল এবং সেই অর্থ শিশুদের হাতেই তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। প্রদর্শনীতে চিত্রকর্ম ছাড়াও শিশুদের জন্য ছিল মিনি চিড়িয়াখানার আয়োজন।' হনুমান, বানর, বিড়াল, খরগোশ, সজারু, মাছ, পাখিসহ বিভিন্ন ধরনের পশুপাখিও চিত্র প্রদর্শনীতে স্থান পায়। ওয়াল্ট ডিজনির দুই কার্টুন চরিত্র ছিল প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ। শিশুদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করছিল দুই কার্টুন চরিত্র। এছাড়া শিশুদের জন্য ছিল র‍্যাফেল ড্র'র আয়োজন।

উল্লেখ্য, আগামী ১৮ অক্টোবর রাশিয়ান কালচার সেন্টার ধানমন্ডিতে শিশুদের মধ্যে ফেবার ক্যাসল পুরস্কার প্রদান করা হবে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক ২০০০ ও আনন্দধারা সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী, মোস্তফা মনোয়ার এবং শিল্পী হাশেম খান উপস্থিত থাকবেন বলে ফাস্ট কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ জানান।

জব্বার হোসেন

প্রথম পর্বের বিজয়ীরা পেয়েছেন ১৪টি পুরস্কার

হরলিক্স-সাপ্তাহিক ২০০০

কুইজ প্রতিযোগিতা

শুরু হয়েছে দ্বিতীয় পর্ব, শেষ পর্ব

মেগা পুরস্কার সব এ পর্বেই

জিতে নিন ফিলিপস্ ২১" কালার টিভি, ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা বিমান টিকেট (৩টি), জুসার, পামটপ অর্গানাইজারসহ আরো অনেক আকর্ষণীয় পুরস্কার

দেখুন ৩৪ ও ৩৫ পৃষ্ঠায়